গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৮-৮৮

তারিখঃ ৮ ফাল্গুন ১৪২৫
২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dstraco@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০৫/০৩/২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
উপসচিব
☎৯৫৭৫৫২৮
E-mail : dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ/টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর ঢাকা/প্রধান কার্যালয়/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৮. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল সড়ক বিভাগ, সওজ অধিদপ্তর
২০. সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২১. সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২২. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

www.rthd.gov.bd || date: 2019-02-25

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

জানুয়ারি ২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা</u>
১৬ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।</td><td>১৬ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।</td><td>উপসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)</td></tr>
<tr><td>২.</td><td><u>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার জানুয়ারি'১৯ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">ডিসেম্বর'১৮ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">জানুয়ারি'১৯ মাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="3">নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr>
<tr><th>দন্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td></td></tr>
<tr><td>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</td><td>০১</td><td>০১</td><td>০২</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০২</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>১৯</td><td>০৬</td><td>২৫</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>২৫</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>১৮</td><td>০১</td><td>১৯</td><td>০৩</td><td>০০</td><td>০৩</td><td>১৬</td><td></td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৩৮</td><td>০৮</td><td>৪৬</td><td>০৩</td><td>-</td><td>০৩</td><td>৪৩</td><td></td></tr>
</table>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও ডিটিসিএ-তে কোনো চলমান বিভাগীয় মামলা নেই।</td><td>(ক) জনাব ওয়াকিব আহমেদ চৌধুরী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের বিভাগীয় মামলার বিষয়ে পিএসসিতে মতামতের জন্য প্রেরিত প্রস্তাবের বিষয়ে যোগাযোগ করতে হবে।
(খ) বিআরটিএ'র চলমান ২৫টি বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।
(গ) বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন ১৬টি মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td><u>আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার জানুয়ারি ২০১৯ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th colspan="2">মামলার ফলাফল</th><th rowspan="2">মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><th>সংস্থার পক্ষে</th><th>বিপক্ষে</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td colspan="7">জানুয়ারি ২০১৯ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ২৭টি মামলার রায়/আদেশ/নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৪টি দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। ২৭টি মামলার মধ্যে সওজ-এ ১৭টি, বিআরটিএ-তে ০৯টি এবং বিআরটিসি-তে ০১টি মামলা প্রেরণ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>সওজ</td><td>৩২০২</td><td>১৪</td><td>৩২১৬</td><td>০৯</td><td>০৬</td><td>০৩</td><td>৩২০৭</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২৪১</td><td>০৩</td><td>২৪৪</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>২৪৪</td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৮৬</td><td>০২</td><td>৮৮</td><td>০২</td><td>০২</td><td>০০</td><td>৮৬</td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৩,৫৩০</td><td>১৯</td><td>৩৫৪৯</td><td>১১</td><td>০৮</td><td>০৩</td><td>৩৫৩৮</td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
</table>

www.rthd.gov.bd // date: 2019-02-25

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	যুগ্মসচিব (আইন) জানান- (ক) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। ভূমি আপিল বোর্ডে চলমান মামলাসমূহের নিষ্পত্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য ডিজি মহোদয়ের সাথে অলোচনা করার জন্য সভায় যুগ্মসচিব (আইন)কে পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া, মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও সঠিক সময়ে সঠিক জবাব দাখিলের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) মহামান্য হাইকোর্টে চলমান গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিষয়ে নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) ভূমি আপিল বোর্ডে চলমান মামলাসমূহের নিষ্পত্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য ডিজি, ভূমি আপিল বোর্ড এর সাথে অলোচনার উদ্যোগ নিতে হবে। (ক) (৩) মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও সঠিক সময়ে সঠিক জবাব দাখিল করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	(খ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান যে, ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৫৬টি কনটেম্পট মামলা ছিল। ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে ৪টি মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৬০টি। ৬০টি কনটেম্পট মামলার কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। কনটেম্পট মামলার বিষয়ে বিশেষ নজর এবং সর্তকর্তার সাথে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভাপতি যুগসচিব (আইন)-কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(খ) কনটেম্পট মামলাগুলো গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে এবং নিয়মিত মনিটরে রেখে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন)
	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান ১ম শ্রেণির মামলার সংখ্যা ১৫টি। তন্মধ্যে সওজের ১০টি, বিআরটিএ'র ০৫টি। ২য় ও ৩য় শ্রেণির মামলার সংখ্যা ১৭টি। তন্মধ্যে সওজের ১১টি ও বিআরটিএ'র ০৬টি মামলা রয়েছে।	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	
	ক. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, সওজ অধিদপ্তরে জানুয়ারি'২০১৯ মাসে ১৪টি মামলা রুজু এবং ০৯টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩২০৭টি। সওজ অধিদপ্তরের মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আইন)/যুগ্ম সচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	খ. বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বিআরটিএ'র মোট ২৪১টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। জানুয়ারি ২০১৯ মাসে ০৩টি মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৪৪টি।	মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র চলমান মামলাগুলো ওপর নিয়োজিত আইনজীবিদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত আছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বিআরটিসি'র মোট ৮৬টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। জানুয়ারি ২০১৯ মাসে ০২টি মামলা রুজু এবং ০২টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বিআরটিসিতে বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৮৬টি।	নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৭	০৫	০১	০১	-	০৭	-	০৭
সওজ অধিদপ্তর	৭,৩৯৮	১,০৮৯	৫,৬৯৯	৬১০	-	৭,৩৯৮	০৪ (সাঃ) ৩৩ (অঃ)	৭,৩৬১
বিআরটিসি	৩,৬৬৪	২,৪৭০	১,১০৩	৯১	-	৩,৬৬৪	০১ (অঃ)	৩,৬৬৩
বিআরটিএ	২৫৫	৪৩	২১২	-	-	২৫৫	-	২৫৫
ডিটিসিএ	১৮	০৮	০৯	০১	-	১৮	-	১৮
ডিএমটিসিএল	১৬	০৬	১০	-	-	১৬	-	১৬
মোট	১১,৩৫৮	৩,৬২১	৭,০৩৪	৭০৩	-	১১,৩৫৮	৩৮	১১,৩২০

উপসচিব (অডিট) জানান যে, ডিসেম্বর ২০১৮ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১১,৩৫৮। জানুয়ারি ২০১৯ মাসে কোনো অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এবং ৩৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১,৩২০টি।

www.rthd.gov.bd // date: 2019-02-25

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ক) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জনাব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অগ্রিম ১টি এবং খসড়া ১টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। সওজ অধিদপ্তর হতে ৪টি কার্যপত্র প্রেরণ করা হয়েছে যা ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য পর্যাপ্ত নয়। গত ২০/০১/২০১৯ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)-এর সভাপতিত্বে খুলনা সড়ক সার্কেলের অধীন খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা সড়ক বিভাগ, খুলনা ফেরি সার্কেল, খুলনা ফেরি বিভাগ; বিআরটিএ এর খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা সার্কেল এবং বিআরটিসি খুলনা বাসডিপোর অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সার্কেল অফিসে এ ধরণের পর্যালোচনা সভা করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি খসড়া ও ১টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য অন্যান্য সার্কেল অফিসসমূহে পর্যালোচনা সভার আয়োজন করতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	উপসিচব (অডিট) জানান, (খ) এ বছর সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৬২টি ইউনিটে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহ হতে নিরীক্ষাদলকে যথাযথ তথ্য এবং কাগজপত্র সরবরাহ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয় হতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর Audit Inspection Report (AIR) জারির পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে ব্রডশীট জবাব দাখিল করতে হবে যা পূর্বে ৯০ দিন ছিল। এক্ষেত্রে AIR প্রাপ্তির সাথে সাথে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য সওজ অধিদপ্তর হতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	(খ) (১) নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহ হতে নিরীক্ষাদলকে যথাযথ তথ্য এবং কাগজপত্র সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। (খ) (২) AIR জারির পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে ব্রডশীট জবাব দাখিল নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(গ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে প্রতি বছর অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। এ বিষয়ে ব্যয়সীমা বৃদ্ধি করার জন্য অর্থ বিভাগ হতে মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সওজ অধিদপ্তর হতে প্রস্তাব পাওয়া গেলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।	(গ) যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধি করার বিষয়ে পর্যালোচনা করে একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(ঘ) ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ভ্যাট আইটি কর্তন না করায় সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করা যেতে পারে। তবে এর পূর্বে বিষয়টি সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক পর্যালোচনা করে একটি মতামত/প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন।	(ঘ) ভ্যাট আইটি কর্তন বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করার লক্ষ্যে বিষয়টি পর্যালোচনা করে মতামত/প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
	(ঙ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান ত্রি-পক্ষীয় সভায় আহবানের জন্য বিআরটিএ হতে সঠিক ও নির্ভুল কার্যপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কার্যপত্র প্রস্তুত ও মন্ত্রণালয়ে তথ্যাদি প্রেরণের জন্য পরিচালক (অর্থ) ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে দায়িত্বশীল ও সক্রিয় হওয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব যথাসময়ে ও সঠিকভাবে প্রেরণের জন্য সভাপতি পুনরায় চেয়ারম্যান বিআরটিএ-কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ঙ) (১) বিআরটিএ হতে যথাসময়ে সঠিক ও নির্ভুল কার্যপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ / অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(চ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ০৫/১২/২০১৮ তারিখ হতে বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সংখ্যা যাচাই-বাছাই এর জন্য পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	(চ) পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(ছ) ডিএমটিসিএল এর প্রতিনিধি জানান, ডিএমটিসিএল-এ ১৬ টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(ছ) নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)

www.rthd.gov.bd // date: 2019-02-25

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৫.	**পেনশন কেইস:**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিস্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৪	-	০৪	-	০৪	দীর্ঘ পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	২১	৫	২৬	৩	২৩	
বিআরটিসি	১৫২	০১	১৫৩	৭ (আংশিক পরিশোধ)	১৫৩	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ	-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	
মোট	**১৭৭**	৬	**১৮৩**	৩	**১৮০**	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ক.সওজ: উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ৪টি পেনশন কেইসের মধ্যে অডিট আপত্তির কারণে অনিস্পন্ন ৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে অডিট অধিদপ্তরের প্রেরণ করা হয়েছে। পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ প্রয়োজন। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (অডিট ও বাজেট)-কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)-কে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ
	খ. বিআরটিসি: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। বিবেচ্যমাসে ১২,৫০,০০০.০০ (বার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	(১) প্রতিমাসে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	(২) যুগ্মসচিব (বিআরটিসি অধিশাখা) জানান, বিআরটিসিতে কর্মরত ২২১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি ও শ্রমিকদের আংশিক/সম্পূর্ণ গ্র্যাচুইটি পরিশোধের নিমিত্ত ২৫,৪৫,০৬,৫৫১.০০ (পঁচিশ কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশত একান্ন) টাকা থোক বরাদ্দ প্রদানের জন্য ০৩/০৯/২০১৮ তারিখে অর্থ বিভাগকে ডিও পত্র এবং ২৬/১১/২০১৮ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়েছে। বিআরটিসি'র প্রস্তাব মোতাবেক ২৭/০১/২০১৯ তারিখে থোক বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য পুনরায় অর্থ বিভাগকে পত্র দেয়া হয়েছে।	(২) বরাদ্দ প্রাপ্তির বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৯** যুগ্মসচিব (বিআরটিসি অধিশাখা) জানান, মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত **'বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৯'** এর নথি ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হলে বিলটির কয়েকটি ধারা/দফায় অস্পষ্টতা রয়েছে মর্মে উল্লেখ করে নথি ফেরত প্রদান করে। অস্পষ্ট দফা/ধারাগুলোতে বর্ণিত বিষয়সমূহ সুস্পষ্টভাবে স্পষ্টীকরণ করে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য ৩০/০১/২০১৯ তারিখে চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে অনুরোধ করা হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী আইনের দফা/ধারাগুলোতে স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে যা শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। উক্ত আইনটি বিআরটিসি হতে প্রাপ্তির পর দ্রুত লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	খ. মহাসড়ক আইন, ২০১৯: অতিরিক্ত সচিব (আইন) জানান, মহাসড়ক আইন, ২০১৯ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে তাঁর সভাপতিত্বে ০৬/০২/২০১৯ তারিখে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ চলমান রয়েছে। তিনি জানান একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে আইন প্রণয়নের কাজটি দ্রুত করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে রওশন আরা বেগম, অতিরিক্ত সচিব (আইন) আহবায়ক, জনাব মোঃ খালেদ শাহেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,সওজ সদস্য সচিব ও জনাব মোঃ আবদুর রউফ খান, যুগ্মসচিব, বেগম সুলতানা ইয়াসমীন, উপসচিব, জনাব মোঃ আমান উল্যাহ্‌, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ ও জনাব রিয়াজুর রহমান রাজন, নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তপূর্বক কমিটি গঠনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। আলোচনা অনুযায়ী বর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন। আগামী ১০ মার্চ ২০১৯ তারিখের মধ্যে মহাসড়ক আইন, ২০১৯ এর খসড়া চূড়ান্ত করার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) গঠিত কমিটি সংশ্লিষ্টদের নিয়ে পর্যালোচনা করে ১০ মার্চ ২০১৯ তারিখের মধ্যে "মহাসড়ক আইন, ২০১৯" এর খসড়া চূড়ান্ত করবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন)/যুগ্মসচিব (আইন)
	গ. রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ বাস্তবায়ন: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী শর্তসমূহ পূরণ করতে না পারায় কোনো রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা সম্ভব হয়নি। সভাপতি অবহিত করেন দীর্ঘ এক বছরে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ বাস্তবায়ন না হওয়ার বিষয়টি অনাঙ্ক্ষিত। নীতিমালা বাস্তবায়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ২৭/০১/২০১৯ তারিখে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ে সভা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(১) নীতিমালা বাস্তবায়ন বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)

www.rthd.gov.bd || date: 2019-02-25

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঘ. ফেরি ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৮: প্রধান প্রকৌশলী জানান, ইজারাদার কর্তৃক ফেরি সার্ভিসিং এর বিষয়টি ইজারাচুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে ২০/১২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রম ও ও অগ্রগতি সংবলিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	সভার নির্দেশনা অনুযায়ী মাঠ পর্যায় গৃহীত কার্যক্রম ও অগ্রগতি সংবলিত প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	ঙ. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত: সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ১২২ ধারা মোতাবেক খসড়া বিধি প্রণয়ন কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক। পরিচালক (প্রশাসন)-কে আহবায়ক করে গঠিত কমিটি কর্তৃক বিধি প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে। ১৫ মার্চ ২০১৯ তারিখের মধ্যে বিধি প্রনয়ণের কাজ সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১৫ মার্চ ২০১৯ তারিখের মধ্যে খসড়া বিধিমালা প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/যুগ্মসচিব (বিআরটিএ)
৭.	**বৃক্ষরোপন :** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ সভায় জানান যে, (ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে সড়ক বিভাগসমূহ কর্তৃক ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের পরিচর্যা চলমান আছে। তিনি আরও জানান সারা দেশে সড়ক বিভাগের আওতায় ২ কিলোমিটার করে বৃক্ষরোপনের পাশাপাশি আরও বৃক্ষরোপনের আওতা বাড়ানো যেতে পারে। এতে ব্যয়ের পরিমান খুব একটা বৃদ্ধি পাবেনা এবং একই জনবল দিয়ে এ কাজ করানো সম্ভব মর্মে তিনি অবহিত করেন। এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান বৃক্ষপালন বিভাগের সক্ষমতা না থাকায় ১৮টি সেকশনের সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগগুলোতে এককভাবে বৃক্ষরোপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাই বৃক্ষপালন বিভাগের আওতায় প্রতিটা সড়ক বিভাগে বৃক্ষপালন এর আওতা বৃদ্ধি সমীচীন হবেনা। মহাসড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপন এবং বৃক্ষরোপন পরবর্তী কার্যক্রম দেখভাল করার বিষয়টি প্রধান বৃক্ষপালনবিদসহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে বসে ঠিক করার জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া, রোপিত গাছের পরিদর্শন কার্যক্রম এবং মৃত গাছের স্থলে জীবিত গাছের চারা রোপণ অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের নিয়মিত পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) মহাসড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপন এবং বৃক্ষরোপন পরবর্তী কার্যক্রম দেখভাল করার বিষয়টি বৃক্ষপালনবিদসহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে বসে ঠিক করতে হবে। (ক) (৩) পরিদর্শন কার্যক্রম ও পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (৪) মৃত গাছের স্থলে নতুন গাছের চারা রোপনের বিষয়টি অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) নন-গেজেটেড শাখা হতে জানানো হয়েছে মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন না করা এবং ধরণ পরিবর্তনের বিষয়ে নীতিমালা আকারে প্রস্তাব প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর হতে পাওয়া যায়নি। নীতিমালা প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন না করা এবং ধরণ পরিবর্তনের বিষয়ে সওজ হতে নীতিমালা আকারে প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(গ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যার বিষয়ে সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। রোপিত গাছে পানি দেয়া ও পরিচর্যার কাজ চলমান আছে।	(গ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যার বিষয়ে সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন/প্রধান বৃক্ষপালনবিদ
৮.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, (ক) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণে এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অবৈধ স্থাপনা দ্রুত অপসারণের নিমিত্ত মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়কে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	(ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণ এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত করার জন্য সড়ক বিভাগসমূহকে পত্র দেয়া হয়েছে।	(খ) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করতে হবে।	

www.rthd.gov.bd // date: 2019-02-25

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে সম্প্রতি সওজ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। (খ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়, জানান ঢাকা উত্তরের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন চলমান থাকায় উচ্ছেদ কার্যক্রম আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে পুনরায় উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করা হবে।	উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়
	ঢাকা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ঢাকা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা গত ০৭/০১/২০১৯, ৮/০১/২০১৯, ০৯/০১/২০১৯, ১৪/০১/২০১৯,১৫/০১/২০১৯, ১৬/০১/২০১৯, ২৬/০১/২০১৯, ২৭/০১/২০১৯, ২৯/০১/২০১৯, ৩০/০১/২০১৯ ও ৩০/০১/২০১৯ তারিখে বিভিন্ন সড়ক বিভাগের অওতায় সওজ এর জায়গা হতে ৪,৪৫৫টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের মাধ্যমে ১৫৫.৭ একর ভূমি উদ্ধার করা হয় যার আনুমানিক মূল্য ১,০৯৭.৫ কোটি টাকা। এছাড়া, দূনীতি দমন কমিশন -এর পত্রের প্রেক্ষিতে আমিন বাজার বেগুনবাড়ী মৌজাস্থ সিএস দাগ নম্বর ২২৫ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে অবৈধভাবে নির্মিত কাঁচা বাজার ও অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ /সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা জানান অবৈধ উচ্ছেদ পরিচালনা জন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে চাহিদাপত্র সংগ্রহপূর্বক উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। চাহিদাপত্র অনুযায়ী মহাসড়ক ও সওজ অধিদপ্তরে জায়গা হতে অবৈধ স্থাপনা ও হাট বাজার উচ্ছেদ করার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে মহাসড়ক ও সওজ অধিদপ্তরে জায়গা হতে অবৈধ স্থাপনা ও হাট বাজার উচ্ছেদ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ২৭/০১/২০১৯ তারিখ চট্টগ্রাম জোনে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে এবং তিনি যোগদান করেছেন। তাকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদানের জন্য ০৩/০২/২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম-কে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। (খ) অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	<u>বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা:</u> চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। জানুয়ারি ২০১৯ মাসে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক ২৪১টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ৩৩৬৭টি মামলা দায়ের করে ৫৪,৫৫,৪০০/- (চুয়ান্ন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চারশত) টাকা জরিমানা আদায়সহ ১৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান এবং ০৮টি যানবাহন ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতিমাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)
৯.	**অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:** (ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন জানান, বিভিন্ন সড়ক বিভাগে জায়গা হতে অবৈধভাবে স্থাপিত প্রায় ১৭২টি বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপনবোর্ড অপসারণ করা হয়। ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের জন্য সকল এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) সিনিয়র সহকারি সচিব (সম্পত্তি) জানান, বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপনবোর্ড বিষয়ে অবহিত করা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৬/০২/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে সকল জেলা প্রশাসক ও সকল পুলিশ সুপারকে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপনবোর্ড বিষয়ে অবহিত করা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
১০.	**<u>সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:</u>** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান যে, (ক) সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন সড়ক ও যান্ত্রিক বিভাগে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা মেরামত অযোগ্য যন্ত্রপাতির একটি তালিকা প্রস্তুত করে বিক্রির উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সকল জোন প্রধানদের পত্রের মাধমে অনুরোধ করা হয়েছে। বিভিন্ন সড়ক বিভাগে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মেরামত অযোগ্য পরিদর্শন যানের	(ক) মেরামত অযোগ্য যন্ত্রপাতির তালিকা প্রস্তুত করে বিধি অনুযায়ী তা বিক্রির উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান

www.rthd.gov.bd // date: 2019-02-25

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সংখ্যা ৬০টি। এর মধ্যে ৫৫টির সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫টির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। মেরামত অযোগ্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সংখ্যা ৩১৫টি। এগুলোর সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অকেজো ১৭৩টি গাড়ীর নিলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।		প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	(খ) সিনিয়র সহকারী প্রধান (বৈদেশিক সহায়তা শাখা) পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৪/১২/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে পরিকল্পনা কমিশন হতে কোয়ারি করে গত ০৮/০১/২০১৯ তারিখে এ বিভাগে পত্র প্রেরণ করে। কোয়ারি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং তথ্য চেয়ে ইতোমধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে।	(খ) চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মপ্রধান
	(গ) (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ১৪টি সড়ক বিভাগে শেড বিদ্যমান রয়েছে। ৪৬টি সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া অবশিষ্ট ৫টি সড়ক বিভাগে (চাঁদপুর/রাঙ্গামাটি/কক্সবাজার/সুনামগঞ্জ/নেত্রকোণা) শেড নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করেনি।	(গ) (১) যে সকল সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন তা সম্পন্ন করতে হবে এবং অবশিষ্ট ৫টি সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণে উদ্যোগে নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	(ঘ) (২) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, বাজেট চাহিদায় শেড নির্মাণ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কোডে বরাদ্দ প্রাপ্তির লক্ষ্যে সড়ক বিভাগ হতে চাহিত তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	(ঘ) (২) বাজেট চাহিদায় শেড নির্মাণ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কোডে বরাদ্দ চাইতে হবে।	
	(ঙ) উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, বগুড়া ফেরি বিভাগ বিলুপ্ত করে ফরিদপুর ফেরি বিভাগ সৃজন এবং ফেরি উপবিভাগ বগুড়া বিলুপ্ত করে রংপুর কারখানা উপবিভাগ সৃজনের বিষয়ে ১৮/১১/২০১৮ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কোয়ারী করা হয়। কোয়ারী অনুযায়ী চাহিত তথ্য প্রদানের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হলে সওজ অধিদপ্তর হতে সরাসরি জবাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব প্রেরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে অনুরোধ করে। সওজ অধিদপ্তর হতে এ সংক্রান্ত তথ্য ১১/০২/২০১৯ তারিখে পাওয়া যায় এবং প্রাপ্ত তথ্যাদি ১২/০২/২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	(ঙ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)
	বিআরটিএ: (১) সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা) জানান, বিআরটিএ'র টিওএন্ডই-তে যানবাহন অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ বিআরটিএ হতে পাওয়া গিয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে এ বিষয়ে একটি সভা করবেন।	(১) দ্রুত সভা করে সার-সংক্ষেপ চূড়ান্ত করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ অতিরিক্তসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	(২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ফিটনেস প্রদানের সময় এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে গাড়ীর এক্সেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। এটি চলমান প্রক্রিয়া হওয়ায় আগামী সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(২) এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দিতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)(নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর)
	৯৯৯ নম্বর সংবলিত স্টীকার গণপরিবহনে প্রদর্শন: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, (১) যাত্রীদের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান স্থানে যাত্রী হয়রানি, ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য হট লাইন নম্বর ৯৯৯ সংবলিত স্টীকার ইতোমধ্যে বিআরটিএ হতে সংগ্রহ করে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে লাগানো হয়েছে। আমদানিতব্য গাড়ি সংগ্রহপূর্বক বিআরটিসি'র বহরে যুক্ত হওয়ার পর নতুন গাড়িতে ৯৯৯ নম্বর স্টীকার লাগানো হবে। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, যাত্রী পরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো নিশ্চিত করতে গাড়ীর মালিকগণকে অবহিত করা হয়েছে। (২) সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, বিআরটিএ হতে গত ০১/০৮/২০১৮ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলকে স্টীকার লাগানোর জন্য পত্রের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিভাগীয় উপপরিচালক এর সাথে যোগাযোগ করে জানা যায় গাড়িতে ৯৯৯ স্টীকার লাগানোর পর গাড়ির রুট পরিমিট ও ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান অব্যাহত আছে। নির্দেশনা অনুযায়ী গাড়ীতে স্টীকার লাগানো অব্যাহত রাখার জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএ ও চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং এটি চলামান প্রক্রিয়া হওয়ায় বিষয়টি আগামী সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) যাত্রীপরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো অব্যাহত রাখতে হবে। (২) এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দিতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)/ অতিরিক্তসচিব/ যুগ্মসচিব (আরটিএ/ বিআরটিসি বিসংস্থাপন)
১১.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পদ সৃজন :** উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাসহ সহায়ক পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কোয়ারীর জবাব সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গিয়েছে। জবাব সঠিকভাবে প্রেরণ না করায় পুনরায় তথ্য চেয়ে সওজ অধিদপ্তরে ২১/০১/২০১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হলে সওজ অধিদপ্তর হতে তথ্যাদি পাওয়া গিয়েছে।	প্রাপ্ত তথ্য দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)

www.rthd.gov.bd // date: 2019-02-25

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খ. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জন্য গাড়ী ও ড্রাইভারের পদ সৃজন : উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জীপ গাড়ী TO & E-তে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ড্রাইভারের ৪টি পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)
	গ. বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজন: সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত ০৩টি মোটরযান পরিদর্শক এবং ১১টি অফিস সহায়কসহ মোট ১৪টি নতুন পদ অবস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনে ০৭/০১/২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে সম্মতি প্রদান করা হয়। ১১টি ড্রাইভার পদ সৃজনে সম্মতি না দেয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করে জানা যায় বিআরটিএ'র যানবাহন টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্ত না থাকায় ড্রাইভার পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান করা হয়নি।	TO & E-তে যানবাহন অন্তর্ভুক্তপূর্বক ১১টি ড্রাইভারে পদ সৃজনের উদ্যোগ নিতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	ঘ. Competancy Test বোর্ডের জন্য কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান প্রসংগে: সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, Competency Test বোর্ডে উপস্থিত সদস্যদের সম্মানি প্রদানের নিমিত্ত ১৫/১১/২০১৮ তারিখে বিআরটিএ হতে প্রস্তাব পাওয়া যায়। প্রস্তাবটির ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাজেট শাখায় ০২/১২/২০১৮ তারিখে প্রেরণ করা হলে প্রস্তাবিত সম্মানীর হার ও অর্থ-বছরের অর্ধেক পার হয়ে যাওয়ায় প্রস্তাবিত সভার সংখ্যা বিষয়ে পুনঃপর্যালোচনা করে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। শীঘ্রই পুন:প্রস্তাব প্রেরণ করবে মর্মে বিআরটিএ হতে জানানো হয়েছে।	Competancy Test বোর্ডে উপস্থিত সদস্যদের সম্মানি প্রদানের নিমিত্ত বরাদ্দ চেয়ে পুন:প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন
১২.	**বিবিধ:** **ক.বিআরটিসি কর্তৃক ডিএসএল পরিশোধ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ডিসিএল বাবদ ২০১১-২০১২ অর্থ-বছর হতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৬,৮৪,০০,০০০/-(ছয় কোটি চুরাশি লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। জানুয়ারি'২০১৯ মাসে ৫,০০০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ডিএসএল পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।	ডিএসএল বাবদ পাওনা ধারাবাহিকভাবে প্রতিমাসে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	খ. Rapid Pass: (১) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে।	(১) (ক) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	
	(২) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান র‍্যাপিড পাস ব্যবহার বিষয়ে বিভিন্ন অপারেটরদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। বিআরটিসি'র আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটে র‍্যাপিড পাস ব্যবহার নেই। এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের উদবুদ্ধকরণসহ প্রশাসনিক উদ্যোগ প্রয়োজন। যাত্রীসাধারণ বিআরটিসি'র গাড়ীতে ভাড়া পরিশোধে র‍্যাপিড পাস ব্যবহার করতে না পারলে কার্ড বিক্রি দুরুহ হবে। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, র‍্যাপিড পাস ব্যবহার বৃদ্ধি ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	(২) (ক) র‍্যাপিড পাস ব্যবহার বৃদ্ধি ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগ নিতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	র‍্যাপিড পাস ব্যবহার বিষয়ে সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, টোল আদায় বুথে touch and go সিস্টেমে Rapid Pass কার্ডের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডার ও পরিবহন মালিকদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গত ১৩/০১/২০১৯ তারিখে নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ'র সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরিবহন মালিকদের পক্ষ হতে জানানো হয় কার্ডে অর্থের লিমিট কম থাকায় টোল বুথে Rapid Pass কার্ডের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধে সমস্যার সৃষ্টি হয়। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, সমস্যা উত্তোরনে পরিবহন মালিকদের Rapid Pass কার্ডে অর্থের লিমিট বাড়ানো প্রয়োজন। এ বিষয়ে ডিটিসিএ হতে উদ্যোগ গ্রহণ করলে মন্ত্রণালয় হতে সর্বাত্বক সহযোগিতা প্রদান করা হবে।	(২) (খ) পরিবহন মালিকদের Rapid Pass কার্ডে অর্থের লিমিট বাড়ানোর বিষয়ে ডিটিসিএ হতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	
	(৩) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, র‍্যাপিড পাস কার্ড ব্যবহারের Handy R/W ডিভাইস এর ত্রুটি পাওয়া মাত্র তা সংশোধন/পরিবর্তনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	(৩) Rapid Pass কার্ড ব্যবহারকারী ডিভাইসে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে তা সচল করার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।	
	(৪) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, নবীনগর-মতিঝিল রুটে Rapid Pass ব্যবহারের জন্য ১০/০২/২০১৮ তারিখে ১৫টি ডিভাইস বিআরটিসি'র মতিঝিল ডিপোকে হস্তান্তর করা হলেও বিআরটিসি অদ্যাবধি উক্ত রুটে Rapid Pass ব্যবহার শুরু করেনি। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, নবীনগর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।	(৪) নবীনগর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে।	
	গ. ডিটিসিএ'র ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত : প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ভবন নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। ফাউন্ডেশনের সকল Shored পাইল ও সার্ভিস পাইলসহ অন্যান্য সকল পাইলের কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে বেইজমেন্টের ১ম ফ্লোরের কলাম-সহ স্লাব কাস্টিং এর কাজ চলমান। সার্বিক ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ২৪%। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে।	ডিটিসিএ ভবন নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

www.rthd.gov.bd // date: 2019-02-25

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঘ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারী ও রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থ ইজারাদারদের ইজারা বাতিলসহ দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।	(১) বিআরটিসি'র বিভিন্ন ধরণের বকেয়া জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্দে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	(২) (ক) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, প্রতিবেদনের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ এ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (২) (খ) যুগ্মসচিব (বিআরটিসি) জানান, বিভিন্ন ডিপোর অ-জমা/বকেয়া বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশের উপর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্প্রতি বিআরটিসি হতে পাওয়া গিয়েছে। প্রতিবেদনের ওপর ১১/০২/২০১৯ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয় এবং বিআরটিসি'র অন্যান্য বিষয়ের ওপর সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বিআরটিসিতে সভা করবেন মর্মে সভায় অবহিত করা হয়।	(২) ১১/০২/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে বিআরটিসিতে একটি সভা আয়োজন করার উদ্যোগ নিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	ঙ. সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল সংক্রান্ত: (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, এক্সেললোড কন্ট্রোল বিষয়ে কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। শীঘ্রই সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ/সেমিনারের আয়োজন করা হবে। দ্রুত সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, রোড সেফটি বিষয়ে ৬/০২/২০১৯ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত কর্মশালায় আংশিকভাবে রোড সেফটি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। রোড সেফটির সামগ্রিক বিষয় নিয়ে একটি বড় পরিসরে ওয়ার্কশপ হওয়া প্রয়োজন। রোড সেফটির সামগ্রিক বিষয় নিয়ে বড় পরিসরে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজনের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(১) এক্সেললোড কন্ট্রোল বিষয়ে দ্রুত একটি ওয়ার্কশপ/ সেমিনার আয়োজন করতে হবে। (২) রোড সেফটির সামগ্রিক বিষয় নিয়ে বড় পরিসরে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	চ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রেরিত ডিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। মার্চ/২০১৮, এপ্রিল/২০১৮, মে/২০১৮, অক্টোবর/২০১৮ এবং নভেম্বর/২০১৮ এবং জানুয়ারি/২০১৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত উপানুষ্ঠানিক পত্রের অগ্রগতির প্রতিবেদন ০৪/০২/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	গুরুত্ব সহকারে ডি.ও এর ওপর কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	ছ. ওয়ার্কচার্জড কর্মচারি রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত: অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর অধিশাখা) জানান- (১) সওজ অধিদপ্তরে কর্মরত ২৬৬৭ জন ওয়ার্কচার্জড কর্মচারিকে রাজস্ব খাতে সংস্থাপনে নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান নিয়োগ বিধিমালায় বয়সসীমা শিথিল সংক্রান্ত বিশেষ বিধান সন্নিবেশ প্রস্তাবের গেজেট এর কপি পরবর্তী কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্টদের নিকট বিরতণ করা হয়েছে। (২) ওয়ার্কচার্জড কর্মচারিদের রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করে আদালতের রায় বাস্তবায়ন করতে হবে।	যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করে আদালতের রায় বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর)
	জ. সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: (১) **Annual Performance Agreement (APA) ২০১৭-২০১৮ :** উপসচিব (বাজেট) জানান, ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ বিভাগসহ আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থায় বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সার্বিক অগ্রগতি নিম্নরূপ: ▪ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এপিএএমএস সফটওয়্যারে দাখিল করা হয়েছে। নিজস্ব কৌশলগত উদ্দেশ্য অংশের ৫০টি কর্মসম্পাদন সূচকের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ১০টি সূচকের অর্জন সন্তোষজনক নয়: ১. [১.৫.১] সার্ফেসিংকৃত মহাসড়ক ২. [১.৬.২] বাস্তবায়িত পায়রা সেতুপ্রকল্প (ক্রমপুঞ্জিভূত) ৩. [১.৬.৩] বাস্তবায়িত ভুলতা ফ্লাইওভার প্রকল্প (ক্রমপুঞ্জিভূত) ৪. [৩.৫.৩] মহাসড়কের আন্তঃবাঁক এ অপসারণকৃত দৃষ্টি প্রতিবন্ধক ৫. [৪.১.১] বাস্তবায়িত এমআরটি লাইন-৬ প্রকল্প (ক্রমপুঞ্জীভূত) ৬. [৫.২.২] বিআরটিসি কর্তৃক পরিবহনকৃত মালামাল ৭. [৫.৩.১] বিআরটিসি'র নিজস্ব সংগৃহীত রাজস্ব ৮. [৫.২.৩] বিআরটিসি কর্তৃক আন্তর্জাতিক রুটে বাস পরিচালনায় অর্জিত রয়্যালটি	(i) (১) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। (i) (২) এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে সভা আহবান করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচিব (বাজেট)

www.rthd.gov.bd // date: 2019-02-25

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	৯. [৭.১.১] পিপিপি'র ভিত্তিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে আরএফকিউ ইস্যু ১০.[৭.২.১] পিপিপি'র ভিত্তিতে ঢাকা বাইপাস ৪- লেনে উন্নীতকরণ বিনিয়োগকারীদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য অংশে [১.১.১] ফ্রন্ট ডেস্টের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকৃত নথি নিষ্পত্তিকৃত; [১.১.২] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত ও [১.১.৩] ই-ফাইলে পত্র জারিকৃত কর্মসম্পাদনসূচক ৩টি'র অর্জন সন্তোষজনক নয়। এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে একটি সভা আহবানের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় দপ্তর/সংস্থার হালনাগাদ অগ্রগতিসহ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সংস্থা প্রধানদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।		
	(২) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৮-২০১৯: উপসচিব (ডিএমটিসিএল অধিশাখা) জানান- (ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ৩য় প্রান্তিকের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন চলমান। ৩য় প্রান্তিকের NIS কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯) বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:	(ক) চলতি অর্থ-বছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনার (২০১৮-২০১৯) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সংস্থা প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (খ) NIS এর বাস্তাবায়ন অগ্রগতির ওপর সচিব, সড়ক পরিবহন ও মাহসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে সভা আহবান করতে হবে।	সংস্থা/দপ্তর প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা

কার্যক্রমের ক্রম	কার্যক্রমের নাম
১.৩	স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ
২.২	'কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অংশগ্রহণে নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা ১৯৮২; সরকারি কর্মচারি আচারণ বিধিমালা ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা/প্রশিক্ষণ আয়োজন'
২.৩	'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান'
৪.১	স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ
৪.৩	তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পাদন
৪.৪	তথ্য বাতায়নে সংযোজিত সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ হালনাগাদকরণ
৪.৫	তথ্য অধিকার আইন. ২০০৯; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭ সম্পর্কে কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে অবহিতকরণ
৫.২	ভিডিও/অনলাইন/টেলি-কনফারেন্স আয়োজন (স্কাইপ/ম্যাসেন্জার, ভাইবার ব্যবহারসহ)
৬.২	বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন

(খ) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও অধীন সংস্থাসমূহের তৃতীয় প্রান্তিকের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভূক্ত ৫.৫ ক্রমিকের 'চালুকৃত অনলাইন/ই-সেবার ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ', ৬.৩ ক্রমিকের 'চালুকৃত উদ্ভাবন উদ্যোগ/সহজীকৃত সেবা পরিবীক্ষণ', ৭.৩ ক্রমেকের 'মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ' লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যথাযথভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া ১.৩ ক্রমিকের 'স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ', ৪.১ ক্রমিকের 'স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ', ৪.৪ ক্রমিকের 'তথ্য বাতায়নে সংযোজিত সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ হালনাগাদকরণ' কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিশেষত আইসিটি সংশ্লিষ্টদের কর্মকর্তাদের বিশেষ উদ্যোগ কাম্য।

(গ) শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৮-২০১৯) অনুযায়ী ৩য় প্রান্তিকের (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯) সকল কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের উদ্যোগ ও সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কাম্য।

NIS এর বাস্তাবায়ন অগ্রগতির ওপর সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে সভা আহবানের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় দপ্তর/সংস্থার হালনাগাদ অগ্রগতিসহ উপস্থিত থাকার জন্য সংস্থা প্রধানদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

	(৩) Sustainable Development Goals (SDGs) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত: জনাব মোঃ এহছানে এলাহী, অতিরিক্ত সচিব জানান জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) এর সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে SDG বিষয়ে একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। ওয়ার্কশপে এসডিজি বিষয়ে ধারণা প্রদান এবং এসডিজির ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা নিয়ে একটি চমৎকার উপস্থাপনা প্রদান করা হয়। এসডিজির ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাকে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তিনি জানান এ বিভাগের কর্মকর্তা ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	এসডিজি বিষয়ক ধারণা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসিচব (বাজেট)

www.rthd.gov.bd // date: 2019-02-25

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(৪) **বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত:** জনাব চন্দন কুমার দে, অতিরিক্ত সচিব জানান, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বিষয়ে ২৪/০১/২০১৯ তারিখে বিপিএটিসিতে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো অগ্রাধিকার এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পারমর্শ প্রদান করা হয়। তিনি জানান বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবহিত এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসিচব (ডিটিসিএ)
	(৫) Grivance Redress System - GRS : (ক) GRS ফোকাল পয়েন্ট (GRS) জানান, জানুয়ারি ২০১৯ মাসে এ বিভাগে অনলাইনের মাধ্যমে ৫ টি। ০৫টি অভিযোগের মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ০২টি ও বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট ৩টি। ৫টি অভিযোগই নিষ্পত্তি করা হয়েছে। (খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিএ ও বিআরটিসি জানান, সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী GRS সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।	(ক) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (আইন) ও GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
	(৬) Integrated Budget Accounting System (iBAS-2) : উপসচিব (বাজেট) জানান, এ বিভাগ ও সওজ অধিপ্তরের প্রকল্প পরিচালকদের iBAS -2 সিস্টেম ব্যবহার বিষয়ে সিজিএ ভবনে অর্থ বিভাগের উদ্যোগে দুই দফায় প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	iBAS -2 সিস্টেম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/বাজেট) ও সকল সংস্থা প্রধান/ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ উপসচিব (জিএফডিপি/ ডিএফডিপি/বাজেট)
	(৭) Public Sevrice Innovation: উপসচিব (অডিট) জানান ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। Innovation আইডিয়া সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বিভাগের ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দ্রুত সময়ে Workshop আয়োজন করা হবে। সভায় আগামী সমন্বয় সভার পূর্বেই সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি Workshop আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) Innovation আইডিয়া সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বিভাগের ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দ্রুত Workshop-এর আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (অডিট)
	(৭) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, জানুয়ারি'১৯ মাসে সওজ অধিদপ্তর ৯৭টি নথি ও ১৭৪টি পত্রজারি, বিআরটিএ ৪৯টি নথি ও ৬১টি পত্রজারি, বিআরটিসি ১৮৪টি নথি ও ৬২টি পত্রজারি এবং ডিটিসিএ ৫টি নথি ও ৬টি পত্রজারির মাধ্যমে নিষ্পন্ন করেছে। ই-নথিতে কার্যক্রম জোরদার করার জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের সক্রিয় হওয়ার জন্য সভাপতি সকলকে পরামর্শ প্রদান করবেন।	ই-নথির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(৮) সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): সিনিয়র সহকারী প্রধান (বৈদেশিক সহায়তা শাখা) জানান, ব্লু-ইকোনমি বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণপূর্বক আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সমন্বয়ে বড় পরিসরে ওয়াকর্শপের আয়োজন করা হবে। দ্রুত ওয়াকর্শপ আয়োজনের জন্য সভায় গুরত্বারোপ করা হয়।	ব্লু-ইকোনমি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা ও কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সমন্বয়ে দ্রুত সময়ে বড় পরিসরে ওয়াকর্শপের আয়োজন করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) যুগ্মপ্রধান/ মাখজানুল ইসলাম তৌহিদ, সিনিয়র সহকারী প্রধান/ বেগম ইসমত আরা, চীপ ট্রান্সপোর্ট ইকোনোমিস্ট

www.rthd.gov.bd // date: 2019-02-25

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ঝ) ডিটিসিএ'র কার্যাবলি সম্পর্কিত: উপসচিব (ডিটিসিএ) জানান-		
	(১) ডিটিসিএ'র জন্য নতুন সৃজিত আউটসোসিং ১১টি গাড়ীচালকের মধ্যে ০১টি পদ এবং ২০টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে ০৭টি পদ আউটসোর্সিং এর পরিবর্তে স্থায়ীকরণে অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য ১৪/০১/২০১৯ তারিখে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে।	(১) পদ নিয়মিতকরণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	(২) ডিটিসিএ'র জন্য চাকুরি প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্তির জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক চাহিত প্রবিধানমালার ভেটিং সংক্রান্ত চাহিত তথ্য ৩১/০১/২০১৯ তারিখে তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তথ্যাদির ওপর সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে আগামী ২০/০২/২০১৯ তারিখে একটি সভা আহবান করা হয়েছে।	(২) চাহিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে ভেটিং এর জন্য নথি পুনরায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	উপসচিব ডিটিসিএ, অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	(৩) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত মহাসড়কে ধীরগতি ও দ্রুতগতির যানবাহন চলাচলের পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপনের বিষয়ে সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।	(৩) ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত মহাসড়কে ধীরগতি ও দ্রুতগতির যানবাহন চলাচলের পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৯/০২/২০১৯
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব

www.rthd.gov.bd // date: 2019-02-25